বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৮ সংখ্যা । বৈশাখ ১২৯৪—মে ১৮৮৭। । ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শাসন-পরিবর্ত্তন—বঙ্গদেশে সার রিভার্স টমসনের স্থানে সার ষ্টুয়ার্ট বেলী লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন। টমসন স্বজাতি বৎসল থাকাতে এদেশীয়দিগের হিতসাধনে বড় একটা মনোযোগী হইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি স্ত্রীজাতির চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার উৎসাহদানার্থ যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। বেলী সাহেবের সদ্গুণের অনেক প্রশংসা শুনা যায়, আমরা তাঁহা হইতে অধিক উপকারের প্রত্যাশা করি। উত্তর পশ্চিমে লায়াল সাহেবের পদে কলবিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। লায়াল উ, প, প্রদেশের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় ও ব্যবস্থাপক সভার সূচনা করিয়া, দেশবাসীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পঞ্জাবের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আচিসন অতি প্রজারঞ্জন ছিলেন, তিনি যেমন সাধারণের হিতব্রতে ব্রতী ছিলেন, বিদায়কালে তেমনি সাধারণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন। তিনি গবর্ণর জেনারলের কৌন্সিলের সভ্য হইয়া বেলী সাহেবের স্থান পূর্ণ করিয়াছেন। মান্দ্রাজের মুপমর্ব্বস্ব গ্রাণ্ড ডফের পরিবর্ত্তে বুর্ক সাহেব গবর্ণর হইয়াছেন। ইনি মহাত্মা লর্ড মেওর ভ্রাতা। ইনি ছদ্মবেশে রেলওয়ে ও অন্যান্য সাধারণ

কার্য্য পরিদর্শন করিয়া,ইতিমধ্যে অনেক অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে জুবিলী—আগামী ২১এ জুন ইংলণ্ডেশ্বরী ৫০ বৎসর রাজত্ব পূর্ণ করিবেন, এই জন্য ঐ দিবস ইংলণ্ডে আনন্দোৎসবের মহোদ্যোগ হইতেছে। ঐ দিন রাজপরিবার সকলে একত্র হইবেন, এবং মহারাণী তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া উপাসনা করিবেন। স্থল-সৈন্য নৌ-সৈন্যের প্রদর্শন হইবে। আরও অনেক ব্যাপার আছে। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটী দেশহিতকর কার্য্য সম্পন্ন হইবে। (১) আলেকজাণ্ডার হাউস খুলিবে। যুবরাজপত্নীর উদ্যোগে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাতে ২০০ ছাত্রীর অল্প ব্যয়ে বাস করিবার সুবিধা হইবে এবং তাহারা শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা লাভ করিবেন। (২) ইষ্ট লণ্ডন প্যালেস—ইহা অট্টালিকা সম্বলিত একটী বৃহৎ বাগান, কয়েক কোটী টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে, মহারাণী স্বয়ং ইহা খুলিবেন। লণ্ডনের পূর্ব্বাঞ্চলবাসী দরিদ্র লোকদিগের শিক্ষা ও আমোদ বিধান ইহার উদ্দেশ্য। (৩) অনাথ নিবাসে ১০০ অতিরিক্ত অনাথ গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে।৩টী লোক লইয়া ১৮১৩ সালে ইহার কার্য্যারম্ভ হয়, এখন ৫০০ শতের অধিক লোক এখানে আশ্রয় পাইয়াছে। আর ১০০ লোক রাখিতে দুই লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। (৪) ইম্পিরিয়েল ইনষ্টিটিউট—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কাণ্ড এবং জুবিলীর স্মরণার্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। মহারাণীর সাম্রাজ্যের সকল স্থান হইতে ইহার জন্য টাকা সংগৃহীত হইতেছে। এখানে পুস্তকালয়, পাঠাগার, চিত্রশালিকা থাকিবে এবং নানাবিধ শিল্পাদি (Technical) শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশের দ্রব্যজাত প্রদর্শনার্থ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ থাকিবে। ইংলণ্ডের মহানন্দোৎসব দর্শনার্থ মহারাজ হোল্কার কচ্ছের (দ্বারকার) মহারাও, কাটিয়ারের রাজগণ, যোধপুরের রাজসহোদর এবং আরও অনেক হিন্দুরাজা ও রাজপুত্র বিলাত যাইতেছেন।

বজেট—আগামী বর্ষের জন্য গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের হিসাব বাহির হইয়াছে। অনুমিত আয় ৭৭ কোটী ৬৬ লক্ষ, ব্যয় ৭৭ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা। প্রদেশীয় ফণ্ড সকল কমাইয়া ইম্পিরিয়েল ফণ্ডের পুষ্টিসাধন করা হইতেছে, ইহার অর্থ এই যে, সাধারণ দেশ হিতকর কার্য্য সকল স্থগিত থাকিল। শিক্ষার ব্যয়টাও কমিয়াছে। ব্রহ্মদেশ শাসন ও কোয়েটা রেলওয়ে দ্বারা সীমান্ত রক্ষার জন্য যত অর্থ বিসর্জ্জন হইবে!!

নূতন সেতু—শোণপুর মেলা যেখানে হয়, তাহার নিকট গণ্ডক সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা ত্রিহুত ও

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ রেলযোগে সম্মিলিত হইল। চামার সেতু শিবি-হাপ্তাহার রেলওয়ের জন্য রাজকুমার কনট কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। পর্ব্বত কাটিয়া টনেল করা হইয়াছে, তাহার উপরে এই সেতু। ইহা পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থানীয়। বেনারস সেতু আগামী পূজার সময় খোলা হইবে।

রেলওয়ে—পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ হইয়াছে। কাশী হইতে নাগপুর দিয়া কটক পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে যাইবে, তাহারও কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা—(১) বেথুন স্কুলে কুমারী চন্দ্রমুখী বসু স্থায়ী লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে অল্প ব্যয়ে উৎকৃষ্টরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বেথুন স্কুলের শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি আবশ্যক। (২) বোম্বাই নগরে পারসী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষার খুব উন্নতি। সম্প্রতি কয়েকটী পারসী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। তথায় মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও শিক্ষা বিস্তার হইতেছে। তাহাদিগের বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান স্থলে কয়েকটী মাননীয়া মহিলা উপস্থিত ছিলেন। (৩) ঢাকা ইডেন স্কুলের একখানি বৃহৎ গাড়ীর জন্য পশ্চিম ময়মনসিংহের এক জমিদার মহিলা কয়েক হাজার টাকা দিয়াছেন।

সৎকার্য্যে দান—(১) বোম্বাইয়ের এক হিন্দু বণিক আফ্রিকার জাঞ্জিবারের বাণিজ্য করিয়া, বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন, তিনি তথায় এক হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়েছেন। (২) বোম্বাইয়ের আর এক বণিক স্বদেশে স্ত্রী হাঁসপাতালের জন্য অনেক টাকা দিয়াছেন। (৩) বোম্বাইয়ের সেরিফ পিটিব দিন শা স্থানীয় অনেক সৎকার্য্যে অর্থ দান করিয়াছেন। (৪) ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ঘরের জন্য রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী অনেক টাকা দিয়াছেন।

জুবিলীর সৎকার্য্য—জুবিলী উপলক্ষে টিকিট বিক্রয় করিয়া এক মোরাদাবাদ নগরে ২০ হাজার টাকা উঠে। এই টাকায় তথায় এক স্ত্রী হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হইবে। আলো ও বাজীতে না পোড়াইয়া সর্ব্বত্র সাধারণের টাকার এইরূপ সদ্ব্যবহার হওয়া আবশ্যক।

আফ্রিকার বিড়ম্বনা—জর্ম্মণ ডাক্তার ইমিনী পাশা মধ্য আফ্রিকার উষ্ণতম প্রদেশে বাস করিয়া সভ্যতা প্রচারে চেষ্টা করিতেছিলেন, তত্রত্য অসভ্য লোকেরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া তাঁহাকে বিষম সঙ্কটে ফেলিয়াছে। লিবিংষ্টনের আবিষ্কর্ত্তা সুবিখ্যাত ডাক্তার ষ্টানলী এই সংবাদ পাইয়া বিলাত ছাড়িয়া জাঞ্জিবারের পথ দিয়া কঙ্গোতে গিয়াছেন। ইমিনী পাশাকে উদ্ধার করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

দুর্ঘটনা—(১) ভূমধ্যস্থ সাগরের ঞিবিরিয়া নামক স্থানে ভূমিকম্প হইয়া, ইটালী ও ফ্রান্সের উপকূলভাগ বিপর্য্যস্ত এবং চারি পাঁচ শত লোক বিনষ্ট হইয়াছে। আমাদিগের যুবরাজ রাজকুমার আলবার্টের স্মরণার্থ তথায় এক ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার কোন আপদ ঘটে নাই। (২) কালনায় ভয়ানক অগ্নিদাহ হইয়া অনেক গৃহ ভস্মসাৎ ও ধন প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। (৩) ত্রিপুরায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে, পাঠিকাগণ এসময় যথাসাধ্য দয়া প্রকাশে অগ্রসর হউন।

রুক্মাবাই—বোম্বাইয়ের এই সূত্রধর দুহিতা তাহার স্বামীর ঘর করিতে স্বীকৃত না হওয়াতে, স্বামী তাহাকে পাইবার জন্য আদালতে নালিস করেন। বোম্বাই হাইকোর্টের হুকুম হইয়াছে হয় সে স্বামীর ঘর করিবে, নয় জেলে যাইবে। আদালতের এ প্রকার হুকুম জবরদস্তী ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। হিন্দুশাস্ত্রে বড় জোর এই আছে, স্ত্রী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বামীর ঘর না করিলে বৎসরান্তে খোরপোষ হইতে বঞ্চিত হইবে। স্ত্রীলোক বলিয়া জোর করিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কার্য্য করিতে বাধ্য করা কখন ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, রুক্মাবাইকে রাজ অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটী সভা গঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা আছেন। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল হইয়াছে। রুক্মাবাই সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা আছে। তাহার কার্য্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমরা এখন কোন কথাই বলিলাম না।

রসায়ন বিদ্যার অসাধারণ শক্তি—সক্কি নামক একজন ইতালীয় একপ্রকার আরক প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা পান করিয়া অন্য কোন খাদ্য না খাইয়াও বহুদিন প্রাণ ধারণ করা যায়। পার্ম্মের ডাক্তার ফিসার ও একপ্রকার আরক প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে অনেকদিন অনাহারে থাকিতে পারা যায়। একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকটিত হইয়াছে যে রাসায়নিক খাদ্য মৎস্য, মাংস উদ্ভিজ্জের স্থান অধিকার করিবে, ভবিষ্যতে শাক সবুজী ও মৎস্য মাংসের প্রয়োজন থাকিবে না, রাসায়নিক প্রক্রিয়া জাত পদার্থ দ্বারাই মানবের ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত হইবে এবং মানব অপেক্ষাকৃত সবল ও দীর্ঘায়ুঃ হইবে, এমন কি অকাল মৃত্যু অন্তরিত হইবে।

স্ত্রীরাজা—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক রাজত্ব উপলক্ষে আমেরিকায় এক সাময়িক

পত্রিকায় মত প্রকাশিত করিয়াছেন যে রাজা অপেক্ষা রাণী দ্বারা দেশ উৎকৃষ্টতররূপে শাসিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর রাজগণের সহিত তুলনা করিলে, রাণীদিগকে সর্ব্বাধিক বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আশ্চর্য্য, যখন এই বুদ্ধি শক্তি পরোক্ষভাবে সঞ্চালিত হয়, তখন তাহা দ্বারা প্রায়ই অনিষ্ট হইয়া থাকে। অনেক স্ত্রৈণ নরপতি স্ত্রী বা স্ত্রীমন্ত্রীর কুপরামর্শে স্বরাজ্যের সমূহ অনিষ্ট করিয়া নিজের পতন সাধন করিয়াছেন, ইহা ইতিহাসে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ভিক্টোরিয়া অনেক রাণী অপেক্ষা অধিককাল রাজত্ব করিতেছেন।

ইন্ধন—জ্বালানি কাষ্ঠ সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞানবিদ্ মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া মত প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে ইহা বাস্তবিক ভাবনার বিষয়ই হইয়াছে। দিন দিন যেরূপ বাষ্পীয় শকট, তরী ও আলোকের উন্নতি হইতেছে, কাষ্ঠতো প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে, মৃদঙ্গার বা পাথুরিয়া কয়লার খনি সকল ক্রমে শূন্যগর্ভ হইতেছে, রাসায়নিক রৌদ্র ধরিবার কৌশলে ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু তাহাতে কতদূর ফল হইবে তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং একটী নিশ্চিত উপায় উদ্ভাবন আবশ্যক হইয়াছে। কেহ কেহ পাথুরিয়া কয়লার গুঁড়াতে জ্বালানী কয়লা করিবার পরামর্শ দিতেছেন; অধ্যাপক এস সি লো কয়লা হইতে বাষ্প (গ্যাস) প্রস্তুত করিতেছেন, ইহা জ্বলে না, গন্ধহীন, কিন্তু অত্যন্ত উষ্ণ, ইহা দ্বারা খাদ্যাদি পাক হইতে পারে। ইহা ব্যবহারে ও ব্যয়ে সুলভ, একটন ওজনের কয়লা হইতে শত টনের কার্য্য হইবে।

স্বাধীনতার প্রতিমা—সম্প্রতি নিউইয়র্ক বন্দরে স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ শিল্পী বার্থল্ডী ইহার নির্ম্মাতা, তজ্জন্য ইহাকে বার্থল্ডির প্রতিমূর্ত্তিও বলিয়া থাকে। ইহার উচ্চতা বেদী হইতে বাতী পর্য্যন্ত ১৫১ পাদ। বেদী সমতল হইতে ১৪৮ পাদ। আমেরিকায় ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিরাট মূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। কিন্তু পাঠিকাগণ জানেন, আমাদিগের দেশে ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর মূর্ত্তি বিদ্যমান। কাবুলে সীমান্ত কমিশন সেদিন দুইটী প্রকাণ্ড বিরাট বৌদ্ধ মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। কাবুলও বাল্‌খ রাজপথের মধ্যে এই দুইটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। একটীর উচ্চতা ১২০ পাদ ও অপরটীর ১৭৩ পাদ। ইহা নিরেট প্রস্তর কাটিয়া ১৮০০ বৎসর হইল, নির্ম্মিত হইয়াছে।

পরিচারিকার পুরস্কার—প্রুসীয় মহারাণী অগষ্টা রাজ্য মধ্যে যে পরিচারিকা কোন এক পরিবারে ক্রমাগত ৪০ বৎসর ধরিয়া পরিচর্য্যা করিয়াছে, তাহাকে একটী স্বর্ণ ক্রুস ও রাজস্বাক্ষর যুক্ত ডিপ্লোমা পারিতো-

ষিক দিয়া থাকেন। গত বৎসরে ১১৫৬ জন পরিচারিকা এইরূপ পারিতোষিক পাইয়াছে। এদেশে ভাল চাকর ও দাসীর যেরূপ অভাব হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে এইরূপ উৎসাহ দান করা নিতান্ত আবশ্যক।

নববর্ষ।

১

সুখ দুঃখ—হাসি কান্না—জীবন মরণ,
পল পল—দণ্ড দণ্ড— দিন দিন ধ'রে
একটী বছর যেই হইল গঠন
অমনি ডুবিয়া গেল সময় সাগরে॥

২

গ্রীষ্মের হৃদয় জ্বালা
বরিষার অশ্রু-ধারা,
শরতে ভরন্ত হৃদে
নিরমল চন্দ্র তারা;
হেমন্তে প্রেমাশ্রু বিন্দু
শীতে হিমরাশি লয়ে,
বসন্তে নবীন সাজে
প্রকৃতিরে সাজাইয়ে;
বিহঙ্গের কণ্ঠে নাহি মধুর সঙ্গীত,
পুরাণ, নূতনে রাজ্য দিয়া অন্তর্হিত॥

৩

দেখিতে দেখিতে ঝরিয়া পড়িল
একটী জীবন-কুসুম-দল।
দেখিতে দেখিতে এইত মিশিল
এক বিন্দু-কণা, সাগর জল॥
একটী স্বপন লুকাল নিদ্রার
কম্পিল প্রাণের একটু ভার।
এক দীপ-রশ্মি ডুবিল নিশায়,
ছিঁড়িল একটী বীণার তার॥
(কিন্তু) সময় অনন্ত বক্ষে পাতিয়া আসন,
অনন্ত ঈশ্বর ধ্যানে আছেন মগন॥

৪

আনন্দ সাগরে ভাসি, নূতন বৎসর আসি
আপনার অধিকার করিল বিস্তার।
হাসিতে পূরিল ধরা, চারিদিক হর্ষভরা—
প্রত্যেক দেহেতে নবজীবন সঞ্চার।
নূতন উৎসাহে হৃদি উঠেছে নাচিয়া,
নব নব ভাবগুলি উঠেছে জাগিয়া।

৫

এইত নূতন রাজ্য নূতন রাজার।
এইত নূতন প্রাণ তোমার আমার॥
এইত আগত আজ, ধরি সবে নব সাজ
নূতন জীবন নাট্য করিবারে অভিনয়।
নূতন এ রঙ্গালয়ে লয়ে নূতন হৃদয়॥
তবু শিহরিয়া, উঠে এই হিয়া,
কিরূপে ঘটনাবলী হবে অভিনীত।
অভেদ্য ভবিষ্য পট সম্মুখে পতিত।

৬

নূতন উৎসাহে মাতি আজ মোরা উপনীত
জগদীশ, চরণে তোমার।

অজ্ঞান সন্তান মোরা কিরূপে পরিব পিতঃ
গলে তব প্রেম-গাথা-হার ॥
আমাদের ক্ষুদ্র-হৃদি মিশাও অনন্ত প্রেমে,
প্রেমময় দয়ার সাগর।
এ বছর গত হয় মজিয়া তোমার প্রেমে,
তব প্রেম গাই নিরন্তর ॥

বামাবোধিনী সমিতি ও পারিতোষিক রচনা।

গত ৩০এ চৈত্র সিটীকলেজ গৃহে বামাবোধিনীর লেখক লেখিকা এবং হিতৈষী ব্যক্তিগণকে লইয়া, এক সমিতি হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত বন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ—

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী
বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন
বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়
,, শ্যামলধন মিত্র বি,এ,
,, চণ্ডীচরণ কুশারি
ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু
পণ্ডিত অন্নদাপ্রসাদ সরস্বতী
বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র
,, সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ
,, বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়
,, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস
শ্রীমতী কামিনী সেন বি এ
বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত

বামাবোধিনীর উন্নতি সাধনার্থ কি কি উপায় অবলম্বন করা যায়, এবং ইহার আগামী পঞ্চবিংশ জন্মোৎসব কিরূপে সুসম্পন্ন করা উচিত, এই দুই বিষয় লইয়া কথোপকথন হয়। শ্রীমতী কামিনী সেন এই পত্রিকা সম্পাদনের সহকারিতা করিতে স্বীকৃত হন। বামাবোধিনীতে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াথাকে, তদ্ভিন্ন শিল্পকার্য্য, উদ্যান, তৈয়ারের কৌশল, গার্হস্থ্য, রসায়ন, রন্ধন, বিশ্বসেবায় স্ত্রী-জীবন সমর্পণ এইরূপ বিষয়ে যাহাতে ধারাবাহিক রূপে প্রস্তাব সকল লিখিত হয়, তাহার জন্য অনেকে পরামর্শ দেন। উপস্থিত মহোদয়গণ এক একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয় অবলম্বন করিয়া, প্রস্তাব লিখিবার ভার গ্রহণ করেন এবং বামাবোধিনীর নিম্নলিখিত লেখক মহোদয় ও মহোদয়াদিগকে সেইরূপ লিখিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে স্থির হয়।

পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ
,, রজনীকান্ত গুপ্ত
বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু
,, কালীময় ঘটক
,, গোবিন্দচন্দ্র বসু
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু
কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী
,, লাবণ্যপ্রভা বসু
শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী
বিবী নাইট

বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত
,, হেমনাথ মিত্র
,, বিজয়চন্দ্র মজুমদার
পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র

দ্বিতীয় বিষয়ে এইরূপ স্থির হয়, বামাবোধিনীর ২৫ বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে কতকগুলি রচনাপারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। এই পারিতোষিকে দুই প্রকার প্রতিযোগিতা থাকিবে, (১) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে (২) কেবল স্ত্রী-লোকদিগের মধ্যে। প্রথম প্রকার পারিতোষিকের মূল্য প্রত্যেকটী ৪০ টাকা করিয়া, দ্বিতীয় প্রকারের ২০ টাকা করিয়া।

১ম শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১—আদর্শ বঙ্গ রমণী।

২—ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রী-লোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে।

৩—স্ত্রী ও পুরুষগণের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার।

৪—বর্ত্তমান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ও ও ইহার উন্নতি সাধনের উপায়।

৫—বিশ্বসেবাব্রতে স্ত্রী-লোকের সহকারিতা।

২য় শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১—গৃহ-চিকিৎসা অর্থাৎ গাছ গাছড়া ও টোট্‌কা ঔষধে পীড়া আরোগ্য করণ।

২—প্রাচীনও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী, ও ইহার উন্নতির উপায়।

৩—বাঙ্গালী স্ত্রী-পরিচ্ছদ ও ইহার উৎকর্ষ সাধন।

৪—স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত।

৫—নব্যা গৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়। *

বামাবোধিনী আপনার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে রচনা পারিতোষিকের জন্ত ৩০০ টাকা দান করিবেন। বিষয় গুলি যেরূপ গুরুতর, তাহাতে পুরস্কারের মূল্য অনেক অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। বামাবোধিনী-রচনা-পারিতোষিক ফণ্ডে হিতৈষী কোন বন্ধু কিছু দান করিলে, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব এবং আনন্দের সহিত পুরস্কারের মূল্য বৃদ্ধি করিব। কিন্তু আমরা আশা করি চিন্তাশীল লেখক লেখিকাগণ পুরস্কারের অনুরোধে নয়, কিন্তু সমাজ ও স্ত্রী-জাতির হিতকামনায় লেখনী ধারণ করিয়া, এই উপলক্ষে আমাদিগের আশা পূরণ এবং সাধারণের মহোপকার সাধন করিবেন।

পারিতোষিক রচনা বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে গৃহীত হইবে। তৎপরে সুযোগ্য পরীক্ষকগণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, যে রচনাগুলি পারিতোষিক লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ১২৯৫ সালের ভাদ্রমাসে তাহাদিগের প্রাপ্য পুরস্কার লেখক লেখিকাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

* বিজ্ঞাপন প্রচারের সময় বিষয়ের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সম্ভব।

প্রাণ।

যখন ক্ষুদ্র শিশু ছিলাম, কিরূপে যুক্তি তর্ক করিতে হয় জানিতাম না, তখন যদি আত্মীয় স্বজনদের কেহ আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "দেখি তোর প্রাণ কোথায়?" অমনি বক্ষঃস্থলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতাম "প্রাণ আমার শরীরের মধ্যে।" প্রাণ শরীর নয়, কিন্তু শরীরের মধ্যে ইহা তখন যেরূপ বিশ্বাস ছিল, এখনও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রাণকে স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। জি এইচ লিউইস সাহেব প্রাণকে শারীরিক যন্ত্র সমূহের সাধারণ গুণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হৃদয়, ফুসফুস, মাংসপেশী, স্নায়ু, প্রভৃতি যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া মানুষ ইহাদের সাধারণ গুণ যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাকেই প্রাণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শরীরের যন্ত্র সমূহ পরীক্ষা করা লিউস সাহেবের পক্ষেও সহজ সাধ্য কাজ নয়। তজ্জন্য মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে হয়, নিরীহ ভেককে কারারুদ্ধ করিয়া অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়, এতদ্ভিন্ন কত কষ্ট ও কত চিন্তার প্রয়োজন। এক ক্ষুদ্র শিশুর পক্ষে এইরূপে প্রাণ কি, তাহা জানা অত্যন্ত অসম্ভব। অথচ প্রত্যেক শিশুই প্রাণকে শরীর হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিতেছে। লিউইস সাহেব ইহার কি উত্তর প্রদান করিবেন? বিবর্ত্তনবাদী* হয়ত বলিবেন শিশুর পক্ষে এই জ্ঞান পূর্ব্ব পুরুষাগত সংস্কার। পূর্ব্ব পুরুষগণ শারীরিক যন্ত্রসমূহ পরীক্ষা করিয়া সেই সকলের সাধারণ গুণকে প্রাণ বলিয়াছিলেন, সন্তানগণও সেই গুণকেই প্রাণ বলিতেছে, অথচ তাহারা ভ্রম-প্রমাদে পড়িয়া গুণবিশিষ্ট পদার্থ হইতে গুণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে। বিবর্ত্তনবাদীগণ মানুষের আদিপুরুষদিগকে অসভ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। সেই অসভ্যদিগের সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায়। এই বর্ত্তমান অসভ্য জাতিরাও প্রাণকে শরীর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করে। সুতরাং আদিম জাতিদিগের মধ্যে কেহই লিউইস সাহেবের মত শরীরে যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া প্রাণের জ্ঞান লাভ করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে মানুষ স্বতঃই প্রাণকে শরীর হইতে পৃথক মনে

* যাহারা বলেন জড় পরমাণুর পরিবর্ত্তনে ক্রমশঃ উদ্ভিজ, নিকৃষ্টজীব ও মনুষ্য সকলই হইয়াছে।

করিয়া থাকে। প্রাণ শরীর হইতে স্বতন্ত্র না হইলে মানুষের মনে স্বভাবসিদ্ধ এইরূপ ধারণা হইত না।

প্রাণ শরীর হইতে স্বতন্ত্র অথচ শরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে, এই কথা স্বীকার করিলেও প্রাণকে জড়শক্তি হইতে পৃথক্ করিবার প্রয়োজন কি? হারবার্ট স্পেন্সার এবং টিণ্ডেল সাহেব বলেন প্রাণ জড়শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। যেমন তেজ গতিতে পরিণত হয়, সেইরূপ রাসায়নিক শক্তি এবং তেজ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি, প্রাণ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র শক্তি নাই। প্রাণ বা জীবনী শক্তি দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়, জড় শক্তি দ্বারা তাহা হইতেছে না। জড় শক্তি সম্বন্ধে মানব জাতির যে বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা আছে, তদ্দ্বারা বিচার করিতে গেলে জড়শক্তিকে প্রাণ শক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এককি শ্রেণীর অতি সামান্য কীটাণুকেও পরীক্ষা কর, দেখিবে সে ভিন্ন পদার্থকে নিজ শরীর মধ্যে গ্রহণ করিয়া নিজ শরীররূপে পরিণত করিতেছে; যাহা অব্যবহার্য্য পদার্থ তাহা শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতেছে—এইরূপে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, বিকসিত হইতেছে, অবশেষে নির্দ্দিষ্ট সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই বিভক্ত জীবদ্বয় আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। প্রস্তরখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রহ নক্ষত্রের উৎপত্তি বৃত্তান্ত আলোচনা কর, কিন্তু কোথাও এইরূপ শক্তির পরিচয় পাইবে না। বৈজ্ঞানিক আত্ম জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইয়া যাহাই বলুন না কেন, মানুষ প্রকৃতি কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে সাক্ষ্য দিতেছে—জীবনী শক্তির সহিত জড়ের কোনও সাদৃশ্য নাই। জীবনীশক্তি জড়শক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এই জীবনীশক্তি কোথা হইতে আসিল?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে, এক সময়ে নিরাকার তেজোময় বাষ্পরাশি বিদ্যমান ছিল, এবং ক্রমে সেই তেজোরাশি বিশ্লিষ্ট হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সাকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। জগতের আদি সম্বন্ধে যদি এই অনুমান স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর আদিতে জীব ছিল না ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ পৃথিবীর আদিম অবস্থায় অত্যন্ত তেজ থাকাতে তাহা জীবগণের বাসের অনুপযুক্ত ছিল, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে পৃথিবী যথোপযুক্ত শীতল হইবার পর তথায় জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলেন অপর গ্রহ হইতে এই জীব ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু অপর গ্রহেই বা জীব কোথা হইতে আসিল! আমরা বলিতেছি, যিনি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি জড়শক্তি, এবং

জড়পদার্থকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি প্রাণ শক্তিরও সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন জন্য প্রাণ শক্তিকে জীবদেহ মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। কি উপায়ে প্রাণ জড় মধ্যে আসিল তাহা এখন মনুষ্যের বুঝিবার সাধ্য নাই—এমন কি বিবর্ত্তনবাদের প্রবর্ত্তক ডার্ব্বিনও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং সহজ জ্ঞানে যে সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে,তাহা স্বীকার করাই বিজ্ঞ লোকের কার্য্য। সহজ জ্ঞান অস্বীকার করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে গেলে ভ্রমাবর্ত্তে ঘুরিতে হয়। প্রাণ জড়দেহ মধ্যে আছে, কিন্তু ইহা জড়ের অতীত শক্তি, ইহা জানাই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।

মায়ের আহ্বান।

দুরারোহ গিরিবর কূটে
অবহেলে চলেছিলি ছুটে,
পড়ে গেলি, কি হয়েছে তায় ?

আয় বাবা আঁচলে আমার
মুছে দিই নয়নের ধার,
আশীর্ব্বাদ বরষি মাথায়।

পাঠাইয়া তোরে দূর দেশে,
বহুদিন রহিয়াছি বসে,
পাতি কোল তোর প্রতীক্ষায় ;

শ্রান্ত হোস, রাজে যদি দেহে,
তুলে লব স্নেহের এ গেহে,
মার ছেলে মার কোলে আয়।

কত কেহ দুরাকাঙ্ক্ষ বলি
আপনার পথে যাবে চলি
মরম পীড়িয়া উপেক্ষায় ;

বিদেশীরা বুঝিবে না ভাব,
বুঝিবা করিবে উপহাস,
করুক না, কিবা আসে যায় !

তোর দেহ কার দেহ দিয়া ?
কার হৃদবীজে তোর হিয়া ?
লাজ ভয় কার কাছে হায় !

জঠরে দিয়াছি যদি ঠাঁই,
আজ কি গো কোলে স্থান নাই,
আয় তবে আয়রে হেথায়।

নিঠুর এ কঠোর সংসার,
কত আশা করে চুর মার,
হৃদয়ের প্রদীপ নিবায় ;

ভাঙ্গা আশা উঠিবে যুড়িয়া,
দীপশিখা উঠিবে স্ফুরিয়া,
দুটি দিন মার কোলে আয়।

রমণীর কর্ত্তব্য।

(২৬৭ সংখ্যা, ৫৭৪ পৃষ্ঠার পর।)

গোয়ালঘর—বাটীর একপার্শ্বে হইবে। বহির্ব্বাটীতে হইলেই ভাল হয়; তদভাবে ভিতর বাটীতে হইলেই চলিবে। ইহা যথোচিত প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। গোয়াল ঘরের মেজে ঢালু হইবে অর্থাৎ একদিক্ কিছু উচ্চ অপরদিক্ কিছু নিম্ন, ঘরের মেজে পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। বিলাতি মাটীর (সিমেণ্টের) মেজে হইলে ভাল হয়, তাহা না হইলে আস্ত ইট খাল্বরী করিয়া গাঁথিয়া অর্থাৎ ইট লম্বা অবস্থায় দাঁড় করাইয়া গাঁথিয়া মেজে প্রস্তুত করিলে বেশ ভাল এবং মজবুত হয়। জল নির্গমের নর্দ্দমা মেজের ঢালু দিকে থাকিবে। নর্দ্দমাটী যেন বাহির দিকে থাকে অর্থাৎ যেন সমস্ত জল মূত্র প্রভৃতি একেবারে বাহির হইয়া যায়। কলিকাতা হইলে ঐ নর্দ্দমার সহিত ড্রেণের যোগ করিয়া দিলে উত্তম হয়। যদি মফস্বল হয়, তাহা হইলে ঐ নর্দ্দমার মুখে খানা খুঁড়িয়া তাহাতে একটী জালা বসাইতে হইবে, ঐ জালার মুখে সরা চাপা দিয়া রাখিতে হইবে এবং ঐ সরায় একটী ছিদ্র থাকিবে। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে জালায় যে মূত্র পড়িবে, তাহা প্রতি দিবস ফেলিয়া দিবার সুবিধা না হইলে ঐ জালার মুখ খোলা থাকিলে তাহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে। জালার মুখে সরা চাপা থাকিলে দুর্গন্ধ নির্গত হইবে না—কেবল একটা ছিদ্র থাকিবে, ছিদ্র দিয়া জল ও মূত্র অনায়াসে জালার ভিতরে গিয়া পড়িবে। পরে জালা পূর্ণ হইলে অথবা একটী ভাঁড়ে করিয়া ঐ ময়লা জল ক্রমে ক্রমে বাহির করিয়া একটী কলসী করিয়া মাঠে ফেলিয়া দিলে ভাল হইবে। যাঁহাদের প্রত্যহ পরিষ্কার করিবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা জালা না পুতিয়া নর্দ্দমার মুখে একটী কলসী বসাইয়া রাখিবেন এবং প্রত্যহ প্রাতে গোয়াল পরিষ্কার করিবার সময় ঐ কলসীর জলও মাঠে ফেলিয়া দিয়া আসিবেন। মেজের যে দিক্ উচ্চ, সেই দিকে দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন অবস্থায় গাভীর আহারের পাত্র থাকিবে। যদি একটী গাভী থাকে, তাহা হইলে একটী পাত্র থাকিবে; যদি অধিক গাভী হয়, তাহা হইলে সারি সারি দেড় কি দুই হস্ত অন্তর এক একটী পাত্র থাকিবে। কখন কখন একপাত্রে দুইটীরও আহার দেওয়া হয়, সে সময়ে ঐ একটী পাত্র দুইটী গাভীর মধ্য স্থলে থাকিবে অর্থাৎ দুইটী গাভী যেন অবাধে আহার করিতে পারে। কিন্তু তাহা সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয় না;

কারণ এক পাত্রে দুইটী গাভীর পর্য্যাপ্ত আহার কুলায় না। ঐ পাত্রের কাছে খোঁটা থাকিবে। সেই খোঁটার দড়ীতে গাভী বাঁধা থাকিবে; দড়ী যেন বেশী লম্বা না হয়। কেবল মাত্র দেখিতে হইবে যে গাভীর গামলায় মুখ দিয়া আহার করিতে কষ্ট না হয়। দড়ী ছোট হওয়াতে গাভী ঘুরিতে ফিরিতে পারিবে না, সুতরাং মল মূত্র সমস্ত একস্থানে তাহার পশ্চাৎ দিকে পড়িবে এবং সেই দিক ঢালু থাকাতে ও সেই দিকে নর্দ্দমা থাকাতে সহজে তাহা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবে এবং গাভীর শয়নের স্থানও বেশ পরিষ্কার ও শুষ্ক থাকিবে। দড়ী বড় হইলে গাভী ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা স্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া শয়নের স্থান পর্য্যন্ত খারাপ করিতে পারে, এজন্য বাঁধিবার দড়ী ছোট হওয়া আবশ্যক। গাভীদিগের আহারার্থ সচরাচর মাটীর গামলা ব্যবহার হইয়া থাকে, মাটীর গামলা ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া এখন অনেকে কাষ্ঠের টব্ ব্যবহার করিতেছেন। মাটীর গামলা ব্যবহার করিতে হইলে তাহা কিছু উচ্চে রাখা উচিত। কারণ তাহা না হইলে গরুর পা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়া সম্ভব এবং নীচে থাকিলে কোনরূপে মল মূত্রের ছিটা তাহার ভিতর পড়িতে পারে, এজন্য কাদা ও ইট দ্বারা গাঁথিয়া কিছু উচ্চ করিয়া তাহাতে শক্তরূপে গামলা বসাইয়া দিলে ভাল হয়, গামলা ভাঙ্গিবারও সম্ভাবনা থাকে না এবং মল মূত্রও ছিটকাইয়া পড়িতে পারিবে না। গাভীর আহারে গোময় পড়িলে গাভী তাহা কখন খায় না। অনেকে গামলা ও টবের পরিবর্ত্তে মিস্ত্রির দ্বারা ইট গাঁথিয়া গামলার ন্যায় করিয়া থাকেন এবং উহার ভিতর দিকে পরিষ্কাররূপে সিমেন্টের লেপ দেওয়াইয়া লন ইহা বেশ টেঁকসই। গোয়ালঘর ভিন্ন বাটীর বাহিরে কোন অনাবৃত স্থানেও গরুর আহারের জন্য একটী পাত্র থাকিবে, প্রাতঃকালে গরু সেই স্থানে আহার করিবে। গরুকে কেবল মাত্র গৃহের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার স্বাস্থ্য হানি হয় ও মনের প্রফুল্লতা থাকে না। প্রত্যহ প্রাতে গরুকে গৃহের বাহির করিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবনের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে গরুকে বাহিরে রাখিবার পর গোয়ালঘর পরিষ্কার করিতে হইবে। প্রথমতঃ গোময় সকল বাহিরে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া গৃহের মধ্যে অল্প ছাই ছড়াইয়া দিবে। তাহার উপর ঝাঁটা দিয়া (ঝাঁটার কাটী খুব শক্ত হওয়া চাই) ঝাঁট দিবে; ঝাঁট দিয়া যে সকল ময়লা অর্থাৎ গোময় মিশ্রিত খড় ইত্যাদি জড় হইবে, তাহা গোময় রাখিবার স্থানে রাখিবে। গামলার চারি দিকে অনেক খড় পড়ে, তাহার মধ্যে যে গুলিতে গোময় না লাগিবে, সেগুলি ফেলিয়া না দিয়া পুনরায় গামলায় দিবে, আর

যাহাতে অল্প গোময় লাগিবে, সেগুলি জলে ধৌত করিয়া গামলায় দিলে গরু গোময়ের গন্ধ না পাইয়া আহার করিবে। পরে ঘরের মেজেতে আবার ছাই ছড়াইয়া দিবে। ছাই ছড়াইবার কারণ এই যে ছাইয়ের শোষকতা শক্তি আছে। পরে মুত্র পড়িবার কলসীটী লইয়া মাঠে গিয়া সেই মুত্র ফেলিয়া দিয়া আসিবে। পুনরায় কলসীটী যথাস্থানে রাখিবে। ছাই ছড়াইলে ঘর বেশ শুষ্ক হইবে। প্রাতঃকালে গোয়াল ঘরের বাতায়ন খুলিয়া দিতে হইবে। ঘরে নির্ম্মল বায়ু প্রবেশ করিবে, রাত্রিকালের দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যাইবে। সন্ধ্যা-কালে আবার গৃহে ছাই ছড়াইয়া গামলায় গরুর আহার দিয়া গরুকে গৃহে রাখিবে, পরে গৃহের এক কোণে ঘুঁটের আগুন করিয়া ধুম দিবে। ঘুঁটের আগুন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অন্য দ্রব্যে বেশী ধুম হয় না আগুন বেশী হইলে জলিয়া উঠে। গোয়ালঘরে ধুম দিলে রাত্রিকালে মশা প্রভৃতির দ্বারা গরুর বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় না অথচ ঘর শীতল হয় না। শীতকালে ধুম দিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিবে, পরে ধুম বেশী হইলে অল্প কালের জন্য জানালা খুলিয়া দিয়া কতক ধুম বাহির হইলেই আবার জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে ধুম হইলে পর জানালা খুলিয়া দিয়া সমস্ত ধুম বাহির হইয়া গেলে আবার জানালা বন্ধ করিয়া দিবে। দাস দাসীর উপর ভার থাকিলেও গৃহিণী প্রতিদিবস গোয়াল-ঘরের পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। এটী তিনি বিশেষ দায়িত্বের কাজ বলিয়া মনে করিবেন। গরু তাহার অসুবিধা ও কষ্ট আমাদিগকে বলিতে পারে না; আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা আমরা সেই বিষয়ে যতটুকু অনুভব করিতে পারি ততটুকু দূর করা আমাদের সাধ্যা-নুসারে কর্ত্তব্য। গোয়ালঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর গাভীর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। আবার স্বার্থের দিক্ দিয়া দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে গরুর স্বাস্থ্য হানি হইলে দুগ্ধ কমিয়া যায় ও বিকৃত হইয়া যায়।

পায়খানা—পল্লীগ্রামের লোক-দিগের পায়খানা তত আবশ্যক নহে, কিন্তু সহরের লোকদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ আবশ্যক। পায়খানা বাসগৃহ হইতে যত অন্তর হইবে ততই ভাল। পায়খানার ময়লা প্রতি দিবস পরিষ্কার হওয়া বিধেয়, কিন্তু ইহা ব্যয়সাপেক্ষ; যে পরিবারে লোকের সংখ্যা কম, তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার অন্ততঃ একবার পরিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু উপরিভাগ প্রত্যহ পরিষ্কার হওয়া উচিত। প্রত্যহ স্নানের সময় এক কলসী জল পায়খানায় ঢালিয়া দিয়া ঝাঁট দিলে বা তাহার উপর কিঞ্চিৎ চুণ ছড়াইয়া দিলে বেশ পরিষ্কার হইয়া যায় এবং তাহাতে খরচও হয় না। চূর্ণের দুর্গন্ধ হরণ করিবার শক্তি আছে।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক, এমন অনেক স্থান আছে যেখানে মেথরের ব্যয় অধিক, অথচ পায়খানা আবশ্যক, সেরূপ স্থলে অনেক গৃহস্থ পাতকুয়ার পায়খানা করিয়া থাকেন। ইহাতে যদিও আপাততঃ মেথরের ব্যয় দিতে হয় না, কিন্তু তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর, দিবারাত্রি পায়খানার ভিতর হইতে যে দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ স্থান সকলকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া ফেলে এবং যাঁহারা এই পায়খানায় গমন করেন, তাঁহাদেরও স্বাস্থ্য হানি হয়।

যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহাদের পায়খানা প্রায়ই আবশ্যক হয় না। কিন্তু বালক বালিকাদিগের জন্য বাটীর নিকটস্থ কোন স্থানে মলত্যাগের স্থান থাকা আবশ্যক। সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া দিলে বালক বালিকাদিগের মলত্যাগের বেশ সুবিধা হইবে। কিন্তু একটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ঐ মল অনাবৃত থাকিলে তাহার দুর্গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া ঐ স্থানকে বিশেষ অস্বাস্থ্যকর করিয়া ফেলিবে। সেই জন্য মলত্যাগের পরই মাটী দ্বারা বিষ্ঠা আবৃত করা উচিত। বালকদিগের মল পরিত্যাগের স্থানের নিকট কিছু শুষ্ক মাটী রাখা উচিত। ঐ গর্ত্ত খুঁড়িবার সময় যে মাটী উঠিবে তাহা রাখিলেই চলিতে পারে। বালকদিগকে বিশেষ রূপে উপদেশ দিতে হইবে যে তাহারা মলত্যাগের পর মাটী দ্বারা বিষ্ঠা আবৃত করে। শুষ্ক মৃত্তিকার দুর্গন্ধ-হারিকা শক্তি আছে।

(ক্রমশঃ)

মৃচ্ছ-কটিক।

(২৬৭ সংখ্যা—৩৬৮ পৃষ্ঠার পর।)

মদনিকা শর্ব্বিলক সমভিব্যাহারে বসন্ত-সেনা ভবন হইতে চলিয়া গেলে রত্নাবলী লইয়া মৈত্রেয় তথায় উপস্থিত হইলেন। বসন্তসেনা পরম সমাদরে তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "সার্থবাহের শারীরিক কুশল ত? মহাশয়ের এখানে কি নিমিত্ত আগমন হইয়াছে?" মৈত্রেয় কহিলেন আপনার নিকট চারুদত্তের নিবেদন এই যে, আপনি চারুদত্তের নিকট যে আভরণ রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি আত্মীয় জ্ঞানে দ্যূতক্রীড়ায় পণ রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার বিনিময়ে এই রত্নাবলী গ্রহণ করুন।" বসন্ত-সেনা রত্নাবলী গ্রহণ পুরঃসর কহিলেন "মহাশয় আপনি সার্থবাহকে

বলিবেন যে আমি অদ্য প্রদোষ সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।” তদনন্তর মৈত্রেয় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে নভোমণ্ডল মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। সুধাংশু-অদর্শনে বিষাদনিমগ্না প্রকৃতি দেবীর নেত্র হইতে অবিরল বারিধারা বিগলিত হইতেছিল। এই দুর্যোগের সময় বসন্ত-সেনা শীর্ষে আতপত্র ধারণ পুরঃসর চারুদত্ত ভবনে উপনীত হইলেন। চারুদত্ত তৎকালে মৈত্রেয় সহিত বৃক্ষ বাটিকায় সমাসীন ছিলেন। তাঁহারা বসন্ত-সেনার অভ্যর্থনা করিয়া সাদরে তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন বসন্তসেনার সহচরী উত্তর করিল যে, “সার্থবাহ বসন্ত-সেনাকে যে রত্নাবলী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা ইনি দ্যূতে হারিয়াছেন, এবং তদ্বিনিময়ে ইহাঁকে এই আভরণখানা দিতে আসিয়াছেন।” এই বলিয়া মৈত্রেয় হস্তে আভরণখানি সমর্পণ করিল। শর্বিলক যে আভরণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এই খানি সেই আভরণ; এতদ্দৃষ্টে মৈত্রেয় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বৃক্ষবাটিকায় সুখাসীন হইয়া তাঁহারা দীর্ঘকাল সম্ভাষণ সুখ সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। পয়োধর পটল হইতে মুষলধারে বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। সুতরাং বৃক্ষবাটিকা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা হর্ম্ম্যাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

রজনী প্রভাত হইল। প্রফুল্ল পঙ্কজাননা বসন্ত-সেনা জাগরিত হইলেন। তদীয় পরিচারিকা তৎসমীপে সমুপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, “আর্য্যে, বৰ্দ্ধমানককে শকট সজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া, আর্য্য চারুদত্ত জীর্ণোদ্যানে গমন করিয়াছেন।” এই সময়ে ধূতার (চারুদত্তের পত্নী) পরিচারিকা রদনিকা চারুদত্তের পুত্রকে লইয়া তথায় সমাগত হইল। বসন্ত-সেনা শিশুটীকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, “রদনিকে, এ শিশুটী কে? কি নিমিত্তই বা ইহার নয়ন-ইন্দীবরে নীহারকণা সন্নিভ অশ্রু-বিন্দু সন্দৃষ্ট হইতেছে?” রদনিকা উত্তর করিল, “এ শিশুটী আর্য্য চারুদত্তের পুত্র। প্রতিবেশিক শিশুর সুবর্ণ বিনির্ম্মিত শকট লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল। এক্ষণে সে তাহা লইয়া গিয়াছে। সেই জন্য রোহসেন ক্রন্দন করিতেছে। আমি ইহাকে এই মৃণ্ময় শকট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি, কিন্তু তাহাতে বৎসের হৃদয়ে সন্তোষ জন্মিতেছে না।” (এই স্থলে পাঠিকাদিগকে বলিয়া দিতে হইতেছে যে, এই মৃণ্ময় শকট হইতেই এই গ্রন্থখানির নাম মৃচ্ছ-কটিক হইয়াছে।) ইহা শুনিয়া বসন্ত-সেনা স্বদেহ হইতে আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক রোহসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন

"বৎস, এই অলঙ্কার গ্রহণ কর, ইহাতে তোমার সুবর্ণ শকট প্রস্তুত হইবে।" এই সময়ে বৰ্দ্ধমানক আসিয়া নিবেদন করিল, "আর্য্যে, আপনার উদ্যান গমনার্থ শকট সজ্জিত করিয়া পক্ষদ্বারে সংস্থাপিত করিয়াছি।" বসন্ত-সেনা বলিলেন, "মুহূৰ্ত্তকাল অপেক্ষা কর, আমি অঙ্গে আভরণ বিন্যাস করি।" বৰ্দ্ধমানকও মনে করিল আমি শকটে আস্তরণ বিস্তৃত করিতে বিস্মৃত হইয়াছি; অতএব শকট লইয়া গিয়া, ইহাতে আস্তরণ সংযোজিত করিয়া আনি।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া বৰ্দ্ধমানক পুনরপি পক্ষদ্বার হইতে শকট লইয়া চলিয়া গেল। ঈশ্বরের লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে? ঠিক্ এই সময়েই শকারের (রাজ-শ্যালক) ভৃত্য স্থাবরক স্বকীয় প্রভুর শকট সজ্জিত করিয়া সেই পথ দিয়া জীর্ণোদ্যানাভিমুখে যাত্রা করিতেছিল। পথিমধ্যে জনৈক শকটচালক "ভাই আমার এই চাকাটা একবার আসিয়া ঠেলিয়া দাও," বলিয়া সকাতরে প্রার্থনা করাতে, স্থাবরক চারুদত্তের পক্ষদ্বারে শকট সংস্থাপিত করিয়া সাহায্যপ্রার্থীর মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত গমন করিল। এই সময়ে বসন্ত-সেনাও নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট হইয়া সেই শকটে প্রবেশ করিলেন। অনতিকালমধ্যে স্থাবরক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জীর্ণোদ্যানাভিমুখে শকট সঞ্চালিত করিল।

দৈব বিচেষ্টিত কাহারও বোধগম্য নহে। যদ্দ্বারা কাহারও পতন হয়, তাহাই আবার অপরের সৌভাগ্যসোপান রূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই সময়ে কারারুদ্ধ আর্য্যক শর্বিলক সাহায্যে কারাগার হইতে বিনির্গত হইয়া চারুদত্তের পক্ষদ্বার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। বৰ্দ্ধমানকও শকটে আস্তরণ বিস্তৃত করিয়া ঠিক্ সেই সময়েই পক্ষদ্বার সমীপে সমাগত হইল। আর্য্যক সজ্জিত শকট দৃষ্টে তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বৰ্দ্ধমানকও নিগড়শব্দ নূপুর শব্দ মনে করিয়া বসন্ত-সেনাই শকটে আরোহণ করিলেন বলিয়া স্থির করিল; এবং জীর্ণোদ্যানে যথায় চারুদত্ত অবস্থিতি করিতেছেন, বসন্ত-সেনাকে লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইবে, এই আশয়ে শকট সঞ্চালিত করিল।

অনতিবিলম্বেই বীরক এবং চন্দনক নামে রক্ষিদ্বয় আর্য্যককে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বীরক শকট সন্দৃষ্টে বৰ্দ্ধমানককে জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে, ওখানি কাহার শকট, কে বা ও শকটে সমারূঢ় এবং কোথায় বা ও শকট যাইতেছে?" বৰ্দ্ধমানক উত্তর করিল, "এ শকটখানি আর্য্য চারুদত্তের, ইহাতে আর্য্যা বসন্ত-সেনা উপবিষ্টা আছেন, এবং ইহা জীর্ণোদ্যানাভিমুখে সঞ্চালিত হইতেছে।" ইহা শুনিয়া চন্দনক নামা রক্ষী কহিল, "ভাই বীরক, তবে আর

এ শকট দেখিতে হইবে না, বরাঙ্গনা বসন্ত-সেনা ইহাতে সমুপবিষ্ট হইয়া, মহাত্মা চারুদত্ত সন্নিধানে গমন করিতেছেন। এইরূপে ঈশ্বরানুগ্রহে আর্য্যক রক্ষি-হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। অনন্তর যখন সেই শকট জীর্ণোদ্যানে চারুদত্ত সন্নিধানে নীত হইল, তিনি বসন্ত-সেনা আসিয়াছেন মনে করিয়া, পরম প্রীতির সহিত তাঁহাকে শকট হইতে নামাইবার জন্য অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি শকট মধ্যে আর্য্যককে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে? আর্য্যক উত্তর করিল "আমি আর্য্যকনামা গোপাল। নরপতি কিম্বদন্তী শ্রবণে আমাকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তথা হইতে পলায়ন করিতেছি; মহোদয়ের আমি শরণাগত, মহোদয় আমাকে রক্ষা করুন।" ইহা শুনিয়া চারুদত্ত বর্দ্ধমানককে আদেশ করিলেন, "বর্দ্ধমানক, ইহাঁর চরণ হইতে নিগড় উন্মুক্ত করিয়া, ইহাঁর অভিমত স্থানে ইহাঁকে রাখিয়া আইস।" আর্য্যক তথা হইতে প্রস্থান করিলে, চারুদত্ত প্রিয় মিত্র মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সখে,আমার বাম নেত্র স্পন্দিত হইতেছে, এবং হৃদয় বিনা কারণে বিষাদপূর্ণ হইতেছে, বসন্ত-সেনাও আসিলেন না, তবে চল গৃহে ফিরিয়া যাই।" এই বলিয়া তিনি মৈত্রেয় সমভিব্যাহারে চলিয়া গেলেন।

এদিকে শকারের (রাজশ্যালকের) ভৃত্য স্থাবরক যানারূঢ় বসন্ত-সেনাকে লইয়া প্রভু সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। যানমধ্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বসন্ত-সেনাকে সন্দর্শন করিয়া শকারের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে ভৃত্যকে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া বিশ্রাম করিতে আদেশ করিল, এবং বসন্ত-সেনাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বিশাল-নেত্রে, আমি তোমার চরণে যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি, তুমি এক্ষণে আমার সে সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি এই তোমার পদতলে পতিত হইতেছি।" বসন্ত-সেনা বলিলেন," তুমি দূর হও, আমার সমক্ষে এরূপ কুৎসিত কথা কহিও না।" এই কথা শুনিয়া শকার সাতিশয় ক্রুদ্ধ এবং "যেরূপ দ্বাপর যুগে চাণক্য সীতাকে বিনাশ করিয়াছিল, ও জটায়ু কর্ত্তৃক যেরূপ দ্রৌপদী নিহত হইয়াছে, অদ্য আমিও তোমাকে সেইরূপ বিনাশ করিব।"* বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। "হা মাতঃ। তুমি কোথায়! আর্য্য চারুদত্ত! তোমার চরণকমলে প্রণিপাত!" এই বলিয়া বসন্ত-সেনা তার স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া শকার আরও সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল। প্রভঞ্জন তাড়িত লতার ন্যায়

* রাজশ্যালকের পুরাণে নূতন বিদ্যার পরিচয় ইহাতে আছে।

বসন্ত-সেনা চৈতন্যরহিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। অনন্তর সেই নৃশংস শকার শুষ্ক পর্ণরাশি একত্র করিয়া, তদ্দ্বারা বসন্ত-সেনাকে আচ্ছাদন করিল। অতঃপর সে স্থির করিল যে বিচারালয়ে গিয়া লিখাইয়া দিয়া আসি যে "চারুদত্ত অলঙ্কারের লোভে জীর্ণোদ্যান মধ্যে বসন্ত-সেনাকে মারিয়া ফেলিয়াছে"। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই দুরাচার বিচারালয়াভিমুখে যাত্রা করিল।

এই সময়ে শ্রমণক বেশধারী (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) সংবাহক প্রক্ষালিত বস্ত্রখণ্ড শুষ্ক করিবার নিমিত্ত, যথায় বসন্ত-সেনা চৈতন্য-শূন্যা পতিত ছিলেন, তথায় সমুপস্থিত হইল। শুষ্ক পর্ণরাশির মধ্য হইতে অলঙ্কারভূষিত রমণীহস্ত যেন বহির্গত হইতেছে, এইরূপ বোধ হইল; এইরূপ বোধ হওয়াতে,সে অগ্রসর হইয়া উত্তমরূপে দেখিতে লাগিল, এবং বসন্ত-সেনাকে চিনিতে পারিল। বসন্ত-সেনার তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তিনি শ্রমণককে দেখিয়া জল চাহিলেন। দীর্ঘিকা তথা হইতে বহুদূরে, এই বিবেচনায় শ্রমণক স্বকীয় আর্দ্রবসন নিপীড়িত করিয়া তাঁহার মুখে সলিলধারা সিঞ্চন করিল। এইরূপে বসন্ত-সেনা কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্তা হইলে, সংবাহক কহিল "অনতিদূরস্থ বিহারে (বৌদ্ধমঠ) আমার ধর্ম্ম-ভগিনী অবস্থিতি করেন, আপনি তথায় গিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বাটী যাইবেন।" এই বলিয়া শ্রমণক বেশধারী সংবাহক বসন্ত-সেনাকে লইয়া বিহারাভিমুখে গমন করিল। এই সংবাহককে পূর্ব্বে বসন্ত-সেনা দ্যূতক্রীড়কদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

আইসলণ্ড।

আইসলণ্ড উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগরের একটী বৃহৎ দ্বীপ। ইহার উত্তর-পশ্চিম উপকূলস্থ নর্ড (Nord) নামক অন্তরীপ গ্রীনলণ্ড হইতে ১০০ ক্রোশ দূরে। ইহার পরিমাণ ৩৮,২০০ বর্গ মাইল, এবং লোক সংখ্যা ৬০,০০০। এই দ্বীপ এক্ষণে ডেন্‌মার্কের অধীন।

আইসলণ্ড দ্বীপের দক্ষিণভাগে অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ উচ্চ নীচ পর্ব্বত আছে, এবং তাহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়া সমস্ত দ্বীপে ব্যাপ্ত হইয়াছে। দ্বীপবাসীরা এই সকল অসংখ্য পর্ব্বতের মনোরম উপত্যকা ভূমিতে আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। বড় বড় নদীর মোহানার নিকট, ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য অনেকানেক মহাজনী কুঠী নির্ম্মিত আছে; এবং সেই সকল কুঠীর নিকটবর্ত্তী স্থানে দেও

সংখ্যক লোকে বাস করে। এই দ্বীপের মধ্যদেশ মরুভূমির ন্যায় বৃক্ষাদি বর্জ্জিত ও মনুষ্য সমাগমশূন্য। এই স্থানের ১০০ ক্রোশের মধ্যে কোন মনুষ্যের বাস দেখা যায় না। ইহার অধিকাংশই "জোকুল" নামক তুষারাচ্ছাদিত আগ্নেয় পর্ব্বতে পরিপূর্ণ, এবং কিয়দংশ অগ্ন্যুৎপাত দগ্ধ ও বালুকাময়। ঐ সকল তুষারময় পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে "কলফা জোকুল" নামক পর্ব্বতই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই পর্ব্বতের অত্যচ্চ শৃঙ্গ হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বৃহদাকার তুষার-খণ্ডে আবৃত হওয়াতে, সেইস্থানের মধ্যে উহা একটী অতিশয় মনোহর দৃশ্য হইয়াছে। এই দ্বীপে কতকগুলি হ্রদও আছে, তন্মধ্যে "মাইভান" নামক হ্রদই সর্ব্বপ্রধান।

আইসলণ্ডের সর্ব্বত্রই (বিশেষতঃ দক্ষিণাংশে) উষ্ণজলের প্রস্রবণ (Gysers) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল "গয়সার" হইতে অত্যন্ত উত্তপ্ত জল বহু উচ্চে উৎক্ষিপ্ত হয়। "গ্রেট গয়সার" (The Great gyser) নামক একটী বৃহৎ প্রস্রবণ হইতে প্রায় ৩২ ফিট পরিধি পরিমিত উত্তপ্ত জলের স্তম্ভ ২০০ ফিট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উত্থিত হইতে দেখা গিয়াছে। জল উত্থিত হইবার পূর্ব্বে এককালে অনেকগুলি কামানের শব্দের ন্যায় একপ্রকার ভয়ানক শব্দ হইয়া থাকে, এবং তাহা বহুদূর পর্য্যন্ত শুনা যায়। এই সকল গয়সার ব্যতীত কোন কোন স্থানে গলিত গন্ধকের প্রস্রবণ, কোথাও বা অত্যুষ্ণ কর্দ্দমময় বিস্তীর্ণ স্থান, এবং কোথাও বা ভূমি হইতে ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি ও বহুল পরিমাণে বাষ্প সমুত্থিত হইতেও দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই দ্বীপ পর্ব্বত সমাকুল; এই সকল পর্ব্বতের মধ্যে অধিকাংশই আগ্নেয়; এবং বহু সংখ্যক পর্ব্বত হইতে অদ্যাপিও নিয়ত অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলের নিকটবর্ত্তী "কাটলেজিয়া" নামক আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নিবৃষ্টি হইয়া বড় বড় ৫০টী শস্যের গোলা একবারে দগ্ধ হইয়াছিল এবং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে "স্কীদায়া" নামক পর্ব্বত হইতে, তদপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বহুদূরব্যাপী কর্ষিত ভূমি কেবলমাত্র গলিত ধাতু দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল; এবং অঙ্গারাদি পাতে সমুদ্রের জল এতদূর দূষিত হইয়াছিল যে উপকূলের নিকটে আর কোন প্রকার মৎস্যাদি জলজন্তু জীবিত ছিল না। এই ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাতের ফল স্বরূপ দুর্ভিক্ষ ও রোগাদিতে দ্বীপের প্রায় ৯০০০ লোক, এবং সহস্র সহস্র পশ্বাদি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল। "হেক্‌লা" পর্ব্বত হইতেও নিয়ত অগ্ন্যুৎপাত হয় বটে, কিন্তু তাহা এরূপ বিপজ্জনক

নহে। "স্নীফেল জোকুল" নামক পর্ব্বতই আইসলণ্ডের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ, ইহা ঊর্দ্ধে ৪৬০০ ফিট্; হেকলা পর্ব্বত প্রায় ৪৪০০ ফিট্ উচ্চ। দক্ষিণ এবং পশ্চিম উপকূলের নিকট সমুদ্র হইতে সময়ে সময়ে দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ উত্থিত হয়, এবং ইহার মধ্যে অদ্যাপিও কতকগুলি বর্ত্তমান আছে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম উপকূলের নিকট হইতে একটী দ্বীপ উঠিয়া, পুনরায় এক-মাসের মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে আইসলণ্ডে অনেক অরণ্য ছিল; কিন্তু এক্ষণে সে সমুদায় কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, এবং সেই সকল স্থান বহুদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আজকাল আইসলণ্ডে বন জঙ্গলের সংখ্যা নিতান্ত অল্প—এমন কি একস্থানে কতকগুলি বৃক্ষ একত্র প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সেখানকার বৃক্ষ সকল ১০ ফিটের অধিক উচ্চ হয় না।

গ্রীষ্মারম্ভে গ্রীন্‌লণ্ড হইতে বৃহদাকার তুষারখণ্ড (Glaciers) বায়ুতাড়িত হইয়া, আইসলণ্ডের পশ্চিম উপকূলে সচরাচর আসিয়া সংলগ্ন হয়। ইহাতে চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু এত শীতল হয়, যে সে সকল স্থানে শস্য উৎপাদন অতিশয় কষ্টকর হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন, সমুদ্রের জল এত শীতল হয় যে মৎস্য ও অন্যান্য জলজন্তু কূলের নিকট হইতে বহুদূরে পলায়ন করে; ইহাতে দ্বীপবাসীদের আহারের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। ঐ সকল চতুর্দ্দিকস্থ তুষার পর্ব্বতের আয়তন এত বৃহৎ যে তাহাদের সম্পূর্ণরূপে গলিত হইতে ২।৩ বৎসরকাল অতিবাহিত হয়। কখন কখন এই সকল পর্ব্বতের সহিত শ্বেতভল্লুক ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু আসিয়া, গৃহপালিত পশ্বাদি বিনাশ করিয়া দ্বীপবাসীদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। সুবিধা পাইলে মনুষ্যেরও প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে আইসল্যাণ্ডে কৃষিকার্য্যের খুব চলন ছিল; কিন্তু আজ কাল দ্বীপবাসীরা বহু পরিমাণে পশ্বাদি পালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ সুবিধাজনক বোধ করে। এক্ষণে সমগ্র দেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০ মাত্র শস্যের গোলা আছে; এবং কৃষকগণ মুদ্রা অথবা ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য দ্বারা রাজাকে কর দিয়া থাকে। পশ্বাদির সংখ্যা এইরূপ:—মেষ ৫০০,০০০; অশ্ব ৫৫০০০; এবং অন্যান্য পশু ৪০,০০০; এই সকল পশু হইতে প্রতি বৎসর প্রায় একলক্ষ পাউণ্ড পশম, বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। উপকূল বাসীরা মৎস্যব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। মৎস্য, দুগ্ধ, ও মাখন দেশের প্রধান খাদ্য সামগ্রী; মাংস ও রুটী কেবল ভোজের সময় ব্যবহৃত হয়। "লাইচেন্ আইল্যাণ্ডিকস্" নামক ঘাসের ন্যায় এক প্রকার দ্রব্যও লোকে সচরাচর খাইয়া

থাকে। কাফি, মদ্য, ও অন্যান্য পানীয় বিলাস দ্রব্য, ধনী ব্যতীত অপর কাহারও ভোগ্য নহে। কড ও অন্যান্য মৎস্য, তিমি মৎস্যের তেল, মেষ-মাংস, পশম, নানারূপ পক্ষীর পালক, ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সচরাচর বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ধাতুর মধ্যে কেবল তাম্র ও লৌহ সর্ব্বদা পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা বিশেষ কোন ব্যবহারে আইসে না।

শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য আইস্লণ্ড দ্বীপ "ফিয়র্ড নঙ্গ (fiordnung, ইংরাজী district) নামক তিনটী বৃহৎ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক "ফিয়র্ড-নঙ্গ" আবার "সাইসেল" (syssel ইংরাজী sherifdom) নামক ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত। এখন সর্ব্বশুদ্ধ ১৯টী "সাইসেল" আছে। প্রতি "সাইসেলে" "সাইসেল ম্যান" নামক রাজকর্ম্মচারীর হস্তে বিচার ও রাজকীয় কর আদায়ের ভার ন্যস্ত আছে। সমগ্র দ্বীপটী একজন stiftamtman বা গবর্ণর জেনারলের শাসনাধীন। ইনি স্বয়ং ডেন্মার্কের রাজা কর্ত্তৃক নিয়োজিত; এবং ইহার শাসনকাল পাঁচ বৎসর মাত্র। ইহার অধীনে দুই জন amtmen বা ছোট লাট নিযুক্ত থাকে; তাহাদের মধ্যে একজন পশ্চিম এবং অপর ব্যক্তি পূর্ব্ব ও উত্তর অংশের শাসন কর্ত্তা। রাজ্য সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় "আল্থিং" (Althing) নামক মহাসভার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই সভায় ২০ জন মাত্র সভ্য ও রাজধানী হইতে একজন, এবং প্রতি "সাইসেল" হইতে একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হয়।

"রেইক্যাভিক্" আইস্লণ্ডের রাজধানী। ইহার লোকসংখ্যা ৯০০ মাত্র সমস্ত দ্বীপের মধ্যে এইটীই কেবল প্রকৃত নগর নামে খ্যাত হইতে পারে- ইহা দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমে "ফ্যাক্স্‌ফায়র্ড" নামক নদীর মোহানার নিকট স্থাপিত। ইহাতে কেবল মাত্র দুইটী রাজপথ আছে, তন্মধ্যে একটী নগরের প্রান্তে, নদীর ধারে; এই স্থানে কেবল মহাজন ও সওদাগরদিগের বাস। নগরের মধ্য ভাগে "ট্যাট্স্রোএড্" প্রধানতম বিচারপতি, আইস্লণ্ডের বা ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও "ল্যাণ্ডফোগেড্" বা রিসিবার জেনারলের বাসস্থান। গবর্ণর জেনারলের প্রাসাদ নগরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। এই নগরের ২।৩টী বাটী ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় বাটীই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। প্রত্যেক বাটীর পশ্চাদ্দেশে একটী করিয়া ভাণ্ডার ও ক্ষুদ্র বাগান আছে; বাগানে আলু, কপি, ও অন্যান্য তরকারী উৎপন্ন হয়। রেইক্যাভিকে একটী গির্জ্জা আছে, এবং তাহার নিকটে একটী পুস্তকালয়ও আছে; পুস্তকালয়ে পুস্তকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০০ মাত্র।

আইস্‌লণ্ড বাসীরা আদিম স্ক্যাণ্ডিভিনিয় বংশ হইতে সমুৎপন্ন। পুরুষদের শরীরের আয়তন দীর্ঘ, বর্ণ ঈষৎ লাল, কেশ ধূসর বর্ণ; এবং মুখের আকৃতি সরলতা-ব্যঞ্জক। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী ও ঈষৎ খর্ব্বাকার। কিন্তু সাধারণতঃ তাহাদিগকে দেখিতে বেশ সুশ্রী। ইতর লোকদিগের মধ্যে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের জন্য চারিটী সামান্য প্রকারের চিকিৎসালয় আছে; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হয় না।

সামান্য রকমের লেখাপড়া আইসলণ্ড বাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই জানে। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী "বেসেস্‌ট্যাড্‌" নামকস্থানে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত এক বিদ্যালয় আছে; তথায় বহুলোকে অধ্যয়ন করে। কোন কোন ধনিসন্তান কোপেনহেগেনে আসিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন।

স্কাণ্ডিনেভিয়, গথিক এবং আইস্‌লণ্ডীয় ভাষা পূর্ব্বে একরূপই ছিল; কিন্তু টিউটন ভাষার সহিত সংস্রব থাকাতে পূর্ব্বোক্ত দুইটী ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অতএব আইসলণ্ডীয় ভাষাই এক্ষণে এই তিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। অতি পুরাকালে এই ভাষা "দংস্কতুঙ্গা" নামে অভিহিত হইত; পরে আইসলণ্ডবাসীরা ইহাকে "নরীনা" (Narroena) ভাষা বলিত। কিন্তু আজকাল ঐ প্রকার ভাষা অন্য কোথাও প্রচলিত না থাকায় উহাকে আইসলণ্ডীয় ভাষাই বলিয়া থাকে।

আইস্‌লণ্ড দ্বীপ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইন্‌গউল্ফ নামক এক সম্ভ্রান্ত নরওয়েবাসী, এই দ্বীপে প্রথম আসিয়া রেইক্যাভিকে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। ইহার অনতিবিলম্বেই তাঁহার দেখাদেখি বহুসংখ্যক ধনী ও বিখ্যাত বংশীয় নরওয়েবাসী সেই কালের নরওয়ের রাজা "হারল্‌ড্‌ হারপাগ্রা"র অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ হইতে পলায়ন করিয়া এই দ্বীপে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তাহারা তথায় বিচারকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া এবং "আল্‌থিং" নামক বৃহৎ জাতীয় সভা সংগঠিত করিয়া এক প্রকার প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী স্থাপন করিলেন। ১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে আইস্‌লণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ১০৫১ খৃষ্টাব্দে "আইশ্লীফ্‌" নামক একজন ধর্ম্মযাজক এই দ্বীপে রোমান অক্ষরে লিখিবার প্রণালী শিক্ষা দেন। ইতিপূর্ব্বে পুরাতন আইসলণ্ডীয় লেখাই অতি সামান্যরূপ চলন ছিল; অতএব নূতন লেখার চর্চা বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকের ভাষা

শিখিবার ও সেই ভাষায় পুস্তক লিখিবার ইচ্ছাও বলবতী হইয়াছে। *

১২৬৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন দ্বীপবাসীরা স্বতঃই "হাকো" (Haco) নামক নরওয়ে-রাজের অধীনতা স্বীকার করিল। কিন্তু দ্বীপের শাসন প্রণালী সেই পূর্ব্ববৎই রহিল। অবশেষে ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে, নরওয়েও সম্পূর্ণরূপে ডেমার্কের অধীন হইয়া পড়িল।

শিক্ষিতা মহিলাদিগের ত্রুটি।

মাঝে মাঝে আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদিগের নিন্দা শুনা যায়। স্ত্রী শিক্ষার বিরোধীগণ যে সকল অলীক অপবাদ আনয়ন করেন, তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী যাঁহারা, যাঁহারা সমাজের হীনাবস্থা দর্শনে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত, যাঁহারা রমণীকুলের হিতকামনায় অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে শিক্ষিতা মহিলাদিগের দুই একটী ত্রুটি দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি উপায়ে এই ত্রুটী দূর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বোধ হয় কেহই বিশেষ চিন্তা করেন না।

শিক্ষিত মহিলাদিগের নামে অভিযোগ প্রধানতঃ তিনটিঃ—(১) তাঁহারা ইংরাজানুকরণ প্রিয়, (২) গৃহকর্ম্মে অপটু, অতএব (৩) অপরিমিতব্যয়ী। অভিযোগ গুলি সম্পূর্ণ অমূলক নহে। কিন্তু এই দোষে শিক্ষিতা মহিলাকে অভিযুক্ত করিয়া, দোষটা শিক্ষার ঘাড়ে চাপাইলে বড়ই অবিচার হয়—বলিতে কি, শিক্ষিতা মহিলাকেও এই সকল দোষের জন্য নিন্দা করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রথমতঃ ইংরাজানুকরণ। আজ কাল সমস্ত বঙ্গ সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত। ইংরাজানুকরণ রোগ অগ্রে পুরুষ সমাজকে আক্রমণ করিতে না পারিলে হাওয়ায় চড়িয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিত না। দূষণীয় বিদেশীয় অনুকরণ যদি কিছু আসিয়া থাকে, পুরুষগণই তাহার প্রবর্ত্তক ও প্রশ্রয়দাতা। আর ইংরাজানুকরণ সকল সময়েই দূষণীয় নহে।

---

* নূতন লেখার প্রচলন হইবার পরই আইসলণ্ডীয় ভাষায় দুই একখানি ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল। "এরার থরজিল্‌সন্" (Are Thorgülson) নামক একজন লেখক দুই খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আইসলণ্ডের ইতিহাসই প্রধান। "স্নরো ষ্টর্টল" (Snorro Sturtle) নামে আর এক জন বিখ্যাত লেখক নরওয়ের এক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ১১২০ খৃষ্টাব্দে জাতীয় সভায় সভ্যগণের দ্বারা এক বৃহৎ আইন পুস্তকও প্রণীত হইয়াছিল। ১০২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আইসলণ্ডে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য প্রচলিত হয়।

ইংরাজেরা অনেকাংশে সভ্যতর, তাহাদিগের রুচি উৎকৃষ্টতর, তাহাদের ন্যায় আমাদের আচরণ ও রুচি যাহাতে পরিমার্জ্জিত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টিত হওয়াই উচিত। তবে প্রতি কার্য্যে প্রতি পাদক্ষেপে ইংরাজানুকরণ সঙ্গতও নহে, সম্ভবও নহে এবং স্থল বিশেষে ইষ্টকর না হইয়া অনিষ্টকর হইয়া থাকে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না।

আর একটী কথা, অনেক বিষয়ে ইংরাজী রুচি অনুসারে চলিতে গেলে অর্থের সচ্ছলতা চাই; সেখানে দরিদ্রের পক্ষে ইংরাজানুকরণ বাঞ্ছনীয় হইলেও পরিত্যাজ্য।

অভিভাবকগণ একটু বিবেচনা পূর্ব্বক প্রথম হইতে যদি বালিকাদিগকে সাবধানে চালান, এবং আপনারা সাবধানে চলেন, তাহা হইলে কোন অতিরিক্ত অনুকরণ গৃহে স্থান পাইতে পারে না। বালিকাদিগের সমক্ষে ইংরাজ সমাজ সম্পূর্ণ আদর্শ রূপে ধারণ করিলে তাহারা স্বভাবতঃই সকল বিষয়েই ইংরাজরীতির পক্ষপাতী হইবে। সে সমাজের দোষ গুণ নির্ব্বাচন করিয়া দেখান কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মে অপটুতা। মাতা যাহা জানেন, কন্যা তাহা জানে না, জানিবে না; মাতা মাতামহী যাহা করিতে পারিতেন, এবং আরম্ভ করিতেছেন, নব্য কন্যাসম্প্রদায় তাহা পারে না, পারিবে না। এখানেও আরম্ভে বালিকাদিগের কিম্বা শিক্ষার দোষ নাই। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী মহোদয়গণ কন্যাদিগের বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে অতি আগ্রহবশতঃ গৃহ কর্ম্মের দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে দোষ দিতেছি না, যাহা হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু এখন যখন আমাদিগের চারিদিক দেখিবার অবসর হইয়াছে, তখন যেমন বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে, তেমনই গৃহকর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে সমান মনোযোগী হইতে হইবে। আজও মাতা মাতামহীগণ আপনাদিগের লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করিয়া, কন্যাদিগকে বিদ্যা শিক্ষার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। গোঁড়া হিন্দুর ঘরেও ভাল বর পাইবার আশায় বালিকার সহিত বর্ণপরিচয়—বোধোদয়ের পরিচয় হয়। কন্যা গুলিরও সংস্কার যে লেখা পড়াই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার, গৃহকর্ম্ম গৃহধর্ম্ম রাতারাতি শিখিয়া লওয়া যায়, অথবা ভাগ্য থাকিলে শিখিতেও হয় না, অন্নপূর্ণার রন্ধনের ন্যায় অলক্ষ্যে অক্লেশে কাজ গুলি আপনা আপনি সম্পন্ন হইয়া যায়। এই অবিবেচনার ফলে বিবাহের পর শিক্ষিতা নামধারিণী অনেক রমণী অসুখী হয়, অনেকে অনভ্যাস বশতঃ গৃহকর্ম্মের ভারে পীড়িত হইয়া পড়ে। এই কারণে অনেক সময় পিতা মাতা দরিদ্র বরে কন্যা দান করিতে শঙ্কিত হয়েন; বিবাহার্থী মনে

করে নিজের বিদ্যার গর্ব্বে অথবা অন্যত্র অধিক ধন সম্ভোগের আশায় কন্যা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে।

পিতা মাতা অনেক সময়ে বালিকাকে গীতবাদ্য চিত্র প্রভৃতি সুন্দর ও সুকুমার বিদ্যা শিক্ষা দিতে যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু অত্যাবশ্যক গৃহকর্ম্ম শিখাইবার জন্য কিছুই করেন না। সকল বিষয়ই দক্ষতা—শিক্ষা ও অভ্যাস সাপেক্ষ। জলে না নামিয়া কেহ সাঁতার শিখে না, দুই চারি মাস না রাঁধিলে কেবল পাকপ্রণালী বা রন্ধনরহস্য প্রভৃতি বিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া কেহ সুপাচিকা হইতে পারে না। সুমাতা ও সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য তিনি কন্যাকে অল্প বয়স হইতেই যথাসম্ভব গৃহকর্ম্মে আপনার সহচারিণী এবং সহকারিণী করেন। যে রমণী ষোড়শ কিম্বা সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত গৃহের কোন ধার ধারে নাই, সংসারে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ তাহার বড়ই কষ্ট হইবে। সে স্বভাবতঃই দাস দাসীর হস্তে সংসারের অনেক ভার ন্যস্ত করিয়া আপনাকে কষ্ট মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে।

যে সকল বালিকা আধুনিক রীতিমতে স্কুলে পড়ে, তাহারা লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেলাই শেখে। এই দ্বিতীয় শিক্ষা অংশতঃ অসম্পূর্ণ থাকে। সাধারণতঃ বালিকারা পশমের কাজ ইত্যাদি (Fancy work) শিক্ষা করে। কাটা কুটির কাজ (plain work) তত রুচিকর নহে, কর্ত্তৃপক্ষেরাও উহা শিখাইবার জন্য ততটা পীড়াপীড়ি করেন না। প্রথম প্রকারের উপকরণ সংগ্রহ করিতে অর্থ ব্যয় হয়, অথচ জিনিষটি প্রস্তুত হইলে উহা বিশেষ ব্যবহারে আসে না। যাহাদের সৌখীন বৈটকখানা ঘর (Drawing Room) নাই, তাহাদের সুন্দর সুন্দর পশমী (antimacasar cushion) দিয়া কি হয় জানি না। কথায় কথায় আর একটী কথা মনে পড়িল। আমাদের দেশে পশমের টুপির কোন আবশ্যকতা নাই, অনেক গৃহিণী ছেলের গায়ে একটী সাদা জামা পরাইয়া, তাহার বক্ষ ও পদদ্বয় অনাবৃত রাখিয়া মাথায় পশমের ভারি টুপি ও গলায় সুদীর্ঘ গলাবন্দ জড়াইয়া দেন কেন কেহ বলিতে পারেন?

বালিকারা যদি আপনাদের পিতা মাতার এবং ভাই ভগিনীর গাত্র বস্ত্র কাটিতে ও সেলাই করিতে পারে, তাহা হইলে গৃহের ব্যয় অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়। ইংরাজ মহিলাগণ এ সকল কার্য্যে আশ্চর্য্য নিপুণ।

অনেকে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করেন। ব্রাহ্মসমাজে যে বস্ত্র পরিধান রীতি প্রচলিত হইয়াছে, আমাদিগের মতে উহা উৎকৃষ্ট। বস্ত্রের সংখ্যা পরিবর্ত্তন না করিয়া অবস্থানুসারে উহার মূল্য পরিবর্ত্তন করিলেই ভাল হয়। ধনীর স্ত্রী যে দরের বস্ত্র পরিধান করেন, দরিদ্রের পত্নীর সেই

দরের কাপড় না হইলে যেন সমাজে চলিতে ফিরিতে লজ্জা না হয়। ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ এবং মূল্যবান্ পরিচ্ছদ একই কথা নহে। অনেকের সংস্কার রেশমী কাপড় পরিধান না করিয়া গৃহের বাহির হইতে নাই, প্রকাশ্য স্থানে গেলে ত একটি গুরুতর অন্যায় কাজ করা হয়, এ জন্য অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক মহিলাগণ তিরস্কৃত হইবেন। এ সংস্কার কোথা হইতে আসিল? কত দিনে দূর হইবে?

সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, অলঙ্কারের জন্য শিক্ষিতা মহিলা অভিভাবককে ব্যস্ত করেন না। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে একদিকে স্ত্রীশিক্ষা অনর্থক ব্যয় হ্রাস করিতে চায়।

পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম—ঘরে পিয়ানো নাই,—হইবার বড় একটা সম্ভাবনাও নাই, এরূপ অবস্থায় ছয়মাস—এক বৎসরের জন্য বালিকাকে ইংরাজী বাজনা না শিখাইয়া এবং কেবল পশমের কাজ না শিখাইয়া যদি রন্ধনাদি এবং কাটাকুটি সাদা সেলাই শিখান হয়, তাহা হইলে অধিকতর উপকার হয়। অভিভাবকগণ বালিকাদিগের ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া এমন কাজ করেন, যদ্দ্বারা তাহাদিগকে ভবিষ্যতে নিন্দার পাত্রী এবং অসুখিনী হইতে হয়।

শিক্ষিত মহিলাদিগের নামে যে রূপ অভিযোগ উপস্থিত হইতেছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া আমরা এত কথাগুলি বলিলাম, কারণ অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য এবং সর্ব্বত্র প্রযুক্ত না হইলেও কিছু পরিমাণে সত্য এবং কালে সম্পূর্ণ সত্য এবং সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে। আমরা জানি 'শিক্ষিত মহিলা' নামই অযথা-প্রযুক্ত এবং বিদ্রূপসূচক। আমরাই জানি আমাদিগের বালিকারা যে শিক্ষা পাইতেছে, উহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইতেছে না। আমরা বুঝি এ শিক্ষা কত অসম্পূর্ণ, সুতরাং সময় সময় কত অপকারী। যাঁহারা বলেন অল্প বিদ্যা প্রলয়ঙ্করী, তাঁহারা তবে স্ত্রীশিক্ষার আরও উন্নতির জন্য যত্নশীল হউন। স্ত্রীলোকদিগের অল্প বিদ্যা প্রচলিত হওয়াতে যদি এতদপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট প্রসূত না হয়, তাহা হইলেই পরম সৌভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবে।

পৃথিবীর স্থলভাগের উচ্চতার হ্রাস বৃদ্ধি।

নানা কারণে পৃথিবীর স্থলভাগের প্রতিনিয়ত ক্ষয় হইতেছে। খুব ভারি এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে দেখা যায়, চারিদিক দিয়া ঘোলা জল গড়াইয়া যাইতেছে। মেঘ হইতে যে জল পড়ে, তাহার সহিত বায়ু সংস্থিত ধূলিকণা ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু ইহার পরিমাণ অতি অল্প। তবে এত ময়লা, এত কর্দ্দম কোথা হইতে আসিল? যাহাকে জিজ্ঞাসা কর সেই বলিবে যে রাস্তা, মাট, বাটীর ছাদ, প্রভৃতির ধূলি কর্দ্দম ও আবর্জ্জনারাশি বৃষ্টির জলের সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়াই উহা এত ময়লা হয়। বৃষ্টির সময় মাঠে যাও, সেখানেও দেখিবে চারিদিক দিয়া ময়লা জলের স্রোত চলিয়াছে। বৃষ্টির জলে মৃত্তিকার উপরিভাগ ধুইয়া যায় বলিয়াই এরূপ হয়। এই কর্দ্দমাক্ত জল নানা পথ দিয়া ক্রমে নদীতে গিয়া পড়ে, এবং স্রোতের বেগে সমুদ্র মধ্যে নীত হয়। এই জন্যই বর্ষাকালে নদীর জল এত ঘোলা হয়। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে যাহারা গঙ্গাস্নান করেন, তাঁহাদের স্নানের কাপড় ও গামছা গৈরিক বসনের ন্যায় হইয়া যায়। এই জন্য অনেকে এই সময় স্নানের জন্য স্বতন্ত্র বসন ব্যবহার করেন। সে যাহা হউক, আমাদের ন্যায় বৃষ্টিপ্রধান দেশে প্রতি বৎসর এইরূপে যে কত মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যাইতেছে তাহা বলা যায় না। অনেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে পূর্ব্বে যে পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইত, এখন আর সে পরিমাণে হয় না। একথা স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে, এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে ভূ-পৃষ্ঠের বৃষ্টিজনিত ক্ষয় আরও অধিক ছিল।

বর্ষাকালে যে ঘোলা জল নদীতে গিয়া পড়ে তাহার সহিত ও নানাবিধ ছোট বড় নানা আকারের পদার্থ মিশ্রিত থাকে। গাছপালা জীবজন্তুর মৃতদেহ, কর্দ্দম, বালুকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড এবং কখন কখন বড় বড় প্রস্তর পর্য্যন্ত নদী স্রোতে প্রবাহিত হইয়া, সমুদ্রের দিকে নীত হয়। এই সকল প্রস্তরখণ্ড ক্রমে পরস্পরের সংঘর্ষণে মসৃণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নুড়ীর আকার ধারণ করে। ভারি প্রস্তরখণ্ড সকল নদীর তলায় পড়িয়া স্রোতের বেগে গড়াইতে গড়াইতে যাইতে থাকে। নদীর স্রোত যতদূর বেশ প্রবল থাকে, ততদূর পর্য্যন্ত উহার সহিত যে কর্দ্দম ও অন্য পদার্থ থাকে তাহা বিশেষ বাধা ব্যতীত একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ঐ স্রোত সমুদ্রের যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই সমুদ্রের বারিরাশির প্রতি-

থাকে উহার বেগ মন্দীভূত হইতে থাকে এবং উহার সহগামী কর্দ্দম প্রভৃতি নদীমুখের নিকটে সঞ্চিত হইতে থাকে। ক্রমে ঐ সকল সঞ্চিত পদার্থ এত উচ্চ হয় যে জোয়ারের সময় ভিন্ন সমুদ্রের জল উহার উপর উঠিতে পারে না। ইহাকেই ডেল্টা বা বদ্বীপ কহে। কালে সমুদ্র স্রোতের সাহায্যেও অন্যান্য উপায়ে নানাবিধ বৃক্ষ লতাদির বীজ ইহার উপর পতিত ও অঙ্কুরিত হইতে থাকে এবং ক্রমে ঐ সকল বৃক্ষ লতার পত্রাদি পড়িয়া ঐ নবজাত ভূ-খণ্ড এরূপ উচ্চ হইয়া উঠে যে জোয়ারের সময়েও সমুদ্রজল উহাকে প্লাবিত করিতে পারে না। তখন উহা কর্ষণোপযোগী ও মনুষ্যের বাসযোগ্য হয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে নিম্নবঙ্গের সমস্ত উর্ব্বরা ভূমি এইরূপে গঠিত হইয়াছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বৃষ্টির জলে ক্রমাগত ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় সংসাধিত হইতেছে। এই ক্ষয় প্রাপ্ত ভূভাগের কিয়দংশ দ্বারা নূতন ভূমি গঠিত হয় বটে, কিন্তু ইহার অধিকাংশই সমুদ্রের অতলগর্ভে সঞ্চিত হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন সমুদ্রের তরঙ্গমালার আঘাতে উহার উপকূল ভাগের মৃত্তিকা ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। যদি এই সকল ক্ষতি পূরণের কোন উপায় না থাকিত, তাহা হইলে কালক্রমে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ সমুদ্র জলে নিহিত হইয়া যাইত। কারণ, সমুদ্রের জলের উপর যে ভূভাগ জাগিয়া আছে তাহার পরিমাণ অপেক্ষা সমুদ্রের জল রাশির পরিমাণ অনেক অধিক। কিন্তু অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বর আশ্চর্য্য নিয়ম দ্বারা ইহাও প্রতিবিধানের উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। দুইটী কারণের প্রভাবে সমুদ্র গর্ভস্থ ভূভাগের কোন কোন অংশ মধ্যে মধ্যে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকে। যদিও ঐ দুই কারণে ভূপৃষ্ঠের কোন কোন অংশ কখন কখন অবনত হইয়া যায়, তথাপি মোটের উপর উত্থাপিত অংশের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। সে দুইটী কারণ কি?

(১) ভূকম্প। ভূকম্পের কারণ নির্ণয় করা অথবা ইহাদ্বারা যে সকল ভয়ানক ব্যাপার সংসাধিত হয়, তাহা বর্ণন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এখানে কেবল ইহাই বলা আবশ্যক যে, অনেক সময় ভূকম্প-নিবন্ধন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের কোন কোন অংশ স্থায়িভাবে উন্নত বা অবনত হইয়া যায়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশের উপকূলভাগে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। তাহার পর দেখা গেল যে, কন্‌সেপ্‌শন উপসাগরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি জল হইতে প্রায় চারি পাঁচ ফীট উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ ভূমিকম্পে কন্‌সেপ্‌শন হইতে পঁচিশ মাইল দূরবর্ত্তী

স্যাণ্টা মেরিয়া নামক একটী দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ আট ফীট ও উত্তরাংশ দশ ফীটের ও অধিক উর্দ্ধে উত্থাপিত হয় এবং ঐ উত্থাপিত অংশে যে সকল শম্ব শুক্তি জাতীয় সামুদ্রিক জীব যাগিয়াছিল, তাহারা জলাভাবে মরিয়া যাওয়াতে চতুর্দ্দিক্ পূতিগন্ধে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন জলনিমগ্ন এক খণ্ড বহু বিস্তীর্ণ প্রস্তরময় সমতল ভূমি ভূমিকম্পের পর জলের উপর জাগিয়া উঠে এবং পরিমাণ দ্বারা দেখা গেল যে, এই প্রদেশের সন্নিহিত সমুদ্রের গভীরতা প্রায় নয় ফীট কমিয়া গিয়াছে। যদিও পরে এই সমস্ত ভূভাগ কতক পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহার অধিকাংশ অদ্যাপি স্থায়িভাবে উন্নত হইয়া আছে। অনেকে ইহা সম্ভব মনে করেন যে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ভাগের অধিকাংশ এইরূপে ক্রমাগত অল্পে অল্পে উত্থাপিত হইয়া শত শত ফীট উচ্চে উঠিয়াছে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের শেষ হইতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিসিসিপি নদীর উভয় পার্শ্বস্থ প্রদেশে উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প হয়। তাহাতে অনেক স্থান দহ পড়িয়া এত নামিয়া যায় যে ঐ সকল অংশ তদবধি হ্রদে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোনটীর পরিধি প্রায় পঞ্চাশ মাইল।

ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

১। গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ন্যাশান্যাল কনগ্রেস নামে যে জাতীয় মহাসভা হয় তাহার একখানি উৎকৃষ্ট রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। পুস্তকখানি জাতীয় সম্পত্তি।

২। কলিকাতার প্রসিদ্ধ বদান্য রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৩। পৃথিবী মধ্যে প্যারিসের পুস্তকালয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাহাতে ২০ লক্ষ পুস্তক আছে, তদ্ভিন্ন হাতের লেখা গ্রন্থ অনেক আছে।

৪। গ্রেট-ব্রিটেনে এক্ষণে ১৬৩ জন ভারতবাসী আছেন, ৮৩ জন হিন্দু ৪৪ জন মুসলমান ও ৩৬ জন পারসী।

৫। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ২ বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন। পঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়েও একজন বাঙ্গালী রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন, তাঁহার নাম বাবু চন্দ্রনাথ মিত্র।

৬। তৃতীয় রাজকুমার ডিউক অব কনট বোম্বাইয়ের সেনাপতি হইয়া আসিয়াছেন।

৭। কোচবিহারের মহারাজ এবার সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করিয়াছেন,

মহারাণী সুনীতির যাত্রার পূর্ব্বে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন দেন, তিনি উত্তরে এই কলেজকে রক্ষা করিয়া সর্ব্বতোভাবে ইহার উন্নতি সাধন করিবেন, আশ্বাস দিয়াছেন।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। মহাভারত আদিপর্ব্ব ও সভাপর্ব্ব—খ্যাতনামা কবি বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের পদ্যানুবাদ পাঠে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার ভাষা যেমন সরল, তেমনি মধুর হইতেছে। সংস্কৃত হইতে এ প্রকার অবিকল অনুবাদ করা সহজ ক্ষমতার কার্য্য নহে। আকৃতি হিসাবে পুস্তকের মূল্যও অতি সুলভ। এ কার্য্যে সাধারণের উৎসাহ দান নিতান্ত কর্ত্তব্য।

২। শান্তিজল—বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। সংসারী, উন্মত্ত, রোগী, শোকার্ত্ত, পাপী, তাপী ও দীন—পৃথিবীর এই সন্তাপে তাপিত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে শান্তি দান করা এই "শান্তিজলের" উদ্দেশ্য। ইহার কবিতা সকল সুললিত ও বিশুদ্ধ এবং ইহার আদ্যন্ত বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। এই পুস্তক পাঠে প্রাণের অনেক জ্বালা জুড়াইবে, তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হইবে এবং নিরাশ আত্মা আশা ও ধর্ম্মের শান্তি লাভে সুখী হইবে।

৩। প্রাচীন আর্য্য রমণীগণের ইতিবৃত্ত—শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি প্রণীত, মূল্য ।৶১০ আনা মাত্র। ইহাতে ২১টী প্রাচীনতম আর্য্যরমণীর বৃত্তান্ত আছে। গ্রন্থকার অনেক অনুসন্ধান, যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা এই মহার্ঘ রত্নগুলির উদ্ধার করিয়াছেন বামাবোধিনীতে ক্রমান্বয়ে বিবরণগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং পুস্তকের গুণ সম্বন্ধে আমাদিগের বলা বাহুল্য। প্রত্যেক পাঠিকা ইহার এক এক খণ্ড নিকটে রাখেন, একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বামারচনা।

উষা-সমাগমে।

কে তুমি আমার বুকে
ঢালিলে অমৃত ধারা!
সহসা কিসের তরে
হইনু আপনা হারা! ১

অমন আদর করি
কে তোমারে পাঠাইলে?
মা! যদি তোমার বালা!
তুমি মা কোথায় ছিলে! ২

হেরি ও রূপের ছটা
জুড়া'ল নয়ন প্রাণ
অঙ্গের সৌরভ কিবা
আনন্দে পূরিছে ঘ্রাণ। ৩

ললাটে পরেছ ফোঁটা
দশদিক্ উজলিছে;
মধুর মধুর ধারা
স্নেহ অশ্রু বিগলিছে। ৪

আহা কি মধুর রাগে
ভরিয়াছ বসু-ধরা।
বাজন করিছ যেন
স্বরগের সুধা ভরা। ৫

আসনি সোণার মুখ
আমি বড় ভাল বাসি—
মলিনতা লেশ নাহি
কথায় কথায় হাসি! ৬

সরল তরল হাসি
কপোলে মিশায় হায়!—
হ্যা মা তুমি কার মেয়ে
বল বল পড়ি পায়! ৭

এমন মনের মত
কে তোমারে সাজাইল,
অমূল্য রতন এত
কাহার ভাণ্ডারে ছিল? ৮

যোগীর যোগের বল
শিশুর ঘুমন্ত হাসি।
প্রেমিকের সুখ-অশ্রু
প্রভাতে ললিত বাঁশি। ৯

যা হও তা হও আমি
কিছু না বলিতে জানি,
নিরুপমা মনোরমা।
এই মাত্র মনে জানি। ১০

দেখা'তে স্বর্গের আলো
ভালবাসা মধুরতা,
তোমারে আনন্দময়ি,
কেউ কি পাঠা'ল হেথা? ১১

যেই জন সাজাইলা
(হেন ছটা! এ মাধুরী!)
ধন্য ধন্য কারু সেই।
ধন্য বটে কারিগরি! ১২

বিচিত্র শকতি হেন,
প্রেম-মাখা কর যার,
আমার প্রাণের-সাধ
দেখি তাঁরে একবার।— ১৩

জানিনে বুঝিনে, শুধু
দেখে শুনে এই চাই
অনন্ত কালের তরে
তাঁর নামে ডুবে যাই! ১৪

প্রিয় প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।